প্রথম আলো

তারিখ ..27 APR 2015...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ৪.....

শিক্ষার্থীদের বৃত্তির চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

কোনো শিশু স্কুলের বাইরে থাকবে না

প্রথম আলো ডেস্ক ●

প্রতিটি শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে শিক্ষার উন্নয়নের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। খবর বাসসের।

গতকাল রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তির চেক প্রদানকালে শেখ হাসিনা এই আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছেলে ও মেয়ে কেউই স্কুলের বাইরে থাকবে না। সচ্ছল ব্যক্তিদের ওই তহবিলে অনুদান দিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এ ধরনের অনুদান কর রেয়াতের সুবিধা পাবে।

শেখ হাসিনা দাবি করেন, শিক্ষা খাতকে আন্তর্জাতিক মানে আনতে তাঁর সরকারের গত ছয় বছরে এ খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গণিত, ভাষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায়ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বল্প আয়ের অভিভাবকের সন্তানদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে তাঁদের সহায়তা দেওয়ার কথা বিবেচনা করে শিক্ষা খাতে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কেবল অভিভাবকদের বোঝা কমায়নি, একই সঙ্গে তা বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছে। পাবলিক পরীক্ষার ফল ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশেরও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপে ঝরে পড়া ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, শিক্ষার মান বেড়েছে এবং শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নে মনোনিবেশে উৎসাহিত হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যয় জোগাতে অনেক অভিভাবকের অসামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে ওই ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এক হাজার কোটি সিড মানি নিয়ে গঠিত এই ট্রাস্টের মূলধন বাড়াতে চলতি বছর আরও বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

স্নাতক পর্যায়ের বেশ কিছু শিক্ষার্থীর হাতে বৃত্তির চেক তুলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চলতি বছর মোট ১ লাখ ৭৪ হাজার ৪৪৬ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে। এর মধ্যে ছাত্র ১৫ হাজার ৯৫৭ জন। গত চার বছরে বৃত্তি হিসেবে ১৩ লাখ ৩৭ হাজার শিক্ষার্থীকে ২ হাজার ২৪৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ ছাত্রী। এই বৃত্তির প্রচলন নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

প্রধানমন্ত্রী এ তহবিল থেকে স্কুলে ভর্তির জন্য গরিব শিক্ষার্থী ও দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা দিতে তাঁর সরকারের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান ও ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূরুল আমিন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।